মর্ত্যলোকের গদ্য

বাংলাদেশের জনগণ ঃ জিহাদী মিশন থেকে বহুদুরে।

নন্দিনী হোসেন

২৫শে মার্চ ২০০৬

অবশেষে শায়খ আবদুর রহমান, সিদ্দিকুল ইসলাম সহ তাদের কিছু চুনোপুঁটি সাংগপাংগ রা র‍্যাবের জালে ধরা পড়লো ! তা ধরা না পরে যাবেই বা কোথায়? ঘুড়ির সুতো যতদূর ছেড়ে দেওয়া যায়, ততদূর পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে দেখা হয়ে গেছে। ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া সব যাচাই হয়ে গেলো। এবার আপাতত গুটিয়ে নেওয়ার পালা ! যাই হোক। দেশী-বিদেশী রথি মহারথি দের কথা এখন থাক। দেশের সাধারণ জনগনের প্রতিক্রিয়া কেমন হলো - আমি তাই নিয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই এই লেখায়। আপাতত ব্যর্থ এই মিশনে হয়ত অনেকের জন্য কিছু শেখার আছে। বিশেষ করে বাংলা কে আফিগানিস্তান বানানোর খায়েশ পোষণকারী দের । বাংলাদেশের মানুষ কে এই ব্যাপারে বড় একটা বাহবা দিতেই হয়। হতে পারে তারা পৃথিবীর দারিদ্র পিড়ীত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষা বঞ্চিত একটি দেশের মানুষ । কিন্তু তারা এই সব মোল্লাদের জেহাদী জোঁশে যে শরীক হতে রাজী নয়,তা এদের প্রতি তীব্র ঘৃণা, ধিক্কার প্রকাশেই অনেকটা পরিস্কার হয়ে গেছে। ধর্মের নাম নিয়ে মানুষ হত্যা করে নতুন করে আবার মুসলমান হতে হবে , এই ব্যবস্থা টি তাদের কাছে নিকৃষ্ট, বর্বর এবং পরিতাজ্য মনে হয়েছে। দেশের নব্বই শতাংশ মানুষ ধর্মের ব্যাপারে গভীর কোন জ্ঞান থাক আর নাই থাক, বুঝুক আর না বুঝুক, পুরুষানুক্রমে নিজেকে মুসলমান হিসেবেই জেনে এসেছে এতকাল। তারা কেন হঠাৎ করে মানুষ মেরে বেহেশেতে যেতে হবে দলে দলে, ঝাড়ে বংশে নির্বংশ হয়ে - তার কারণ বুঝে উঠতে পারে নি। বিষয় টা তাদের কাছে মোটেও আকর্ষ নীয় ছিল না এবং নেই। প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বামী পরিত্যক্ত যে নারী, হাঁটে মাঠে ঘাটে জীবন টা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এবং সন্তান দের 'মানুষ' করার উদ্দেশ্যে প্রাণ অষ্ঠাগত করে ফেলছে দিন রাত - সে কোন সুখে মোল্লাদের 'খায়েশে' র সাথে শরীক হবে? এই সব ভন্ড মোল্লাদের দেখতে পেলে তো এখন এই নারীরা দূর দূর করে ঝাঁটা হাতে তেড়ে আসবে ! কারণ, তাদের এখন জানা হয়ে গেছে,শিক্ষার নাম করে,ভাত কাপড় দেওয়ার কথা বলে ,এতকাল ভুলিয়ে ভালিয়ে তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় ঢুকিয়ে - সেখানে দিনের পর দিন লোক চক্ষুর অন্তড়ালে চালিয়েছে জিহাদী হওয়ার সাধনা । জিহাদী মন্ত্রে দিক্ষীত আত্বঘাতি তরুন দের মা বাবারা পর্যন্ত নিজেদের সন্তানের কাজ কারবারের কথা শুনে শিউরে উঠেছেন। নিজের বিপথ গামী সন্তানের যথাযোগ্য সাজা চেয়েছেন। সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছেন। তাতে কি মনে হয় ? এই দেশের নিরীহ জনগন দেশ কে আফগান বানাতে নয়, বাংলাদেশ রাখতেই বেশী পছন্দ করে । মানুষ হত্যা করে বেহেস্তে যাওয়ার সাধ কারো নেই। প্রাকৃতিক নিয়মে সময় আসলে, শান্তি মতোই তারা বেহেস্তে যাওয়ার প্রত্যাশী !

ঠিক তেমনি একজন গ্রামের কৃষক, গঞ্জের মুদি বিক্রেতা ,শহুরে রিক্সা শ্রমিক,গার্মেন্টস কর্মী, এরা সবাই, যাদের উপর ভর করে মোটামোটি এই দেশটা এখন ও টিকে আছে - তারা জিহাদী এবং তাদের সাংগ পাংগ দের এই খায়েশে সমর্থন করে, মানুষের রক্ত নিতে উন্মাদ হয়ে উঠবে,এতটা আশা করা অবশ্যই শায়খ, সিদ্দিক এবং তার উপর তলার মন্ত্রণাকারীদের চরম দৃষ্টতা।

এ দেশের রাজধানী কেন্দ্রিক কিছু মানুষ, যে ভাবে ভাগ বাটোয়ারা করে দেশ টাকে নিয়ে হরির লুটে নেমেছে - এদের দিয়ে হয়ত করানো যাবে যা খুশি তাই। কিন্তু এদের সংখ্যা কত শতাংশ ? যাদের জন্য দেশ বার বার দুর্নিতীতে বিশ্ব চ্যম্পিয়ন হয়, তারা কারা ? এদের দিয়ে যদি বাংলাদেশ নামক ভুখন্ডের একমাত্র পরিচয় নির্ধারণ করা হয়, তা হলে মারাত্বক ভুল করা হবে। এ দেশের প্রাণ

ভোমরা হচ্ছে দেশের মাঠে ঘাটে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। যারা রাষ্ট্রের কোন রূপ সাহায্য-সহযোগীতা ছাড়াই অনেক দুর এগিয়ে গেছে। যারা শহুরে তথাকতিত শিক্ষিত ,সুবিধাবাদী দের থেকে বহু গুণ বেশী উদার এবং বাস্তবতা বোধ সম্পন্ন।

দেশের বেকার দারিদ্র প্রান্তিক জন গুষ্টির গুটি কয়েক তরুন দের অজ্ঞতা এবং অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে হয়ত কিছু দিন এদের কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে দলে দলে বাংলাদেশের মানুষ জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে নর হত্যায় ঝাঁপিয়ে পরবে, তা মনে করার কোন কারণ নেই। এ দেশের মানুষ স্বভাব গত কারণেই কখন ও চরম পন্থা পছন্দ করে না। যদি ও আমাদের ভুল এবং বিকৃত রাজনীতির কারণে দেশের বর্তমান প্রজন্মের মাঝে প্রেরণা সঞ্চার করার মতো নেই কোন আদর্শিক মডেল। তারা, সামনে দিন রাত রাজনীতির নামে চূড়ান্ত দিউলিয়াপনা এবং নোংরা দলবাজী ছাড়া আর কিছুই দেখছে না। তবু আশার কথা হচ্ছে, নিজের জানালার বাইরে যে বিশাল পৃথিবীটা পরে আছে , তা আজ এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে অবারিত হয়ে পরেছে । কাজেই সব খবরাখবরই এখন তাদের নখ দর্পনে। তারা চূড়ান্ত বিরক্ত আমাদের রাজনীতির ধারক বাহক দের প্রতি। আজকের প্রজন্ম জেগে উঠছে। তারা নিজেদের পথ নিজেরাই করে নিতে প্রস্তুত। শুধু দরকার সঠিক পথে চলার প্রস্তুতি। ইতিহাসে টার্নিং পয়েন্ট বলে একটা কথা আছে। আজকের বাংলাদেশ ও একটা টার্নিং পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে। এবার আর ভূল পথে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। যদি এবার ও আমাদের পথ চিনতে অসুবিধা হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে এই দেশ তার সব জনগন সমেত টাইটানিক জাহাজের যাত্রীদের মতোই অতলে তলিয়ে যাবে। যেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া পরে অনেক কঠিন হবে। তাই প্রগতিশীল দল বলে দাবীদার রাজনৈতিক কিছু দল কে এবার প্রমান করতে হবে,তারা আসলেই প্রগতির পক্ষে। মানবতার পক্ষে।

ধর্ম মানুষ পালন করে তার মনের শান্তির জন্য। রাষ্ট্রের জন্য যখন ধর্মবাদী দল গুলো হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তখন সংগত কারণেই গোড়াতে তাদের ছেঁটে ফেলা উচিত। যদি ও এখন এরা শুধু 'গোড়াতেই' সীমাবদ্ধ নেই। ছারা গাছ থেকে অনুকুল জল হাওয়া পেয়ে লক লকিয়ে বেড়ে উঠে - এখন আকাশ ছুঁয়ার স্পর্ধা দেখাচ্ছে ! তবু, এখন ও হয়ত সময় আছে । এখন ও থামানো যায়। যদি আমাদের প্রগতিশীল দলগুলোর যথার্থ ই আন্তরিক সদিচ্ছা থাকে। রাজনীতির নামে এ দেশের মানুষ ভন্ডামী অনেক দেখেছে। আর কত ? দেশের ভবিষ্যত সু- রক্ষার স্বার্থেই আমাদের এখন গতিপথ বদলানো উচিত। দুই হাজার ছয়ের এই স্বাধীনতা দিবসে আমরা কি প্রকৃত সেক্যুলার বাংলাদেশ প্রতিষ্টার স্বপ্ন দেখতে পারি ....!

nondinihussain@gmail.com
www.satrong.com